Bodhsandhya
12th Edition
March, 2011

পঞ্চদশ বর্ষ
দ্বাদশ সংখ্যা
মার্চ ২০১১
এস -৪৩৯, গ্রেটার কৈলাশ
পার্ট টু, নিউ দিল্লী - ১১০০৪৮

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস, মুদ্রণ
রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী-১১০০১৯
ফোন ঃ ৪১৬০৩৯৯৬ / ৯২১৩১৩৪৪৮৭

ফ্ল্যাশ ব্যাক

তনুকা ভৌমিক এন্দ

ইচ্ছে করছে না যেতে কিন্তু মা-বাবার কথা ফেলাও যায় না। অগত্যা........ ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে সাজগোজ সারে অপর্ণা। দুই ভুরুর মাঝখানে লাল টিপ লাগাতে লাগাতে ভাবে, 'আমার ডিসিশন তো হয়েই আছে। সম্বন্ধ ক'রে বিয়ে? কক্ষনো না। অজানা অচেনা একটা মানুষের সঙ্গে থাকা....' আর ভেবে উঠতে পারে না।

সুসজ্জিত বসার ঘরে বাবা-মা অতিথিদের আপ্যায়ণে ব্যস্ত। বেশ কিছুক্ষণ লেগে যায় চোখ তুলে পাত্রের দিকে তাকাতে। তাকাতেই ঘর-সোফা-চেয়ার-টেবিল সব উধাও। — একটা বাসস্ট্যান্ড। বাসের সীটে পাশাপাশি দুই কিশোর-কিশোরী গল্পে মশগুল, চোখে মুগ্ধতার ছোঁওয়া। অপর্ণার চোখ ভিজে আসে। অচেনা মানুষ এত চেনাও হতে পারে? — ❑

বড় একা

দীপা ঘোষ

বল হরি হরি বোল আওয়াজ উঠছে সমস্বরে। বিভাবতী দেবীর মৃত শরীরটা ব'য়ে নিয়ে বস্তির ছেলেগুলো দৌড়োচ্ছে, লেক রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শ্মশানের দিকে চলেছে। টালির নালার পাশের সরু নোংরা গলি ডিঙ্গিয়ে চলেছে তারা। তাঁর আত্মাটাও ছুটছে ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে, তিনি সূক্ষ্ম শরীরে দেখতে থাকেন নিজেকে। আজ তিনি বড় একা।

বিভাবতী গাঙ্গুলী — জাতে ব্রাহ্মণ পাতে ব্রাহ্মণ। শাশুড়ীর কাছে শুনেছিলেন অব্রাহ্মণের ছোঁয়ায় জাত যায়, সঙ্গে পুত্র সন্তান থেকেও বঞ্চিত হয়। সেই থেকে বিভাবতী অব্রাহ্মণের ছায়াও মাড়াতেন না। কিন্তু তবু তার কপালে পুত্র সন্তান হ'ল না। পরপর চার চারটি কন্যা তার এবং চারজনেই তার স্নেহ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত। দুর্ভাগ্য তার সঙ্গ ছাড়ে না। ঘটনাচক্রে চার কন্যাই অব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহ করে। বিভাবতী তাদের ত্যাজ্যকন্যা ক'রে একলা জীবন বেছে নেন। বয়সকালে মেয়েরা সাহায্যের হাত বাড়াতে চাইলেও তার দম্ভ তার ঔদ্ধত্য তাকে বাধা দেয়। মৃত্যুকালে পাড়ার ধোপার ছেলেটাই তার মুখে শেষ জল দেয়। বস্তির অব্রাহ্মণ ছেলে ছোকরারাই তার শেষকৃত্য করে।

তিনি সারা জীবন নীচু জাতের স্পর্শ নেননি তাই তিনি ওপরে ওঠার জন্য ওপরের দিকে দুই পা বাড়িয়ে দেন। কিন্তু দেখেন — নীচের দিকে থেকে অনেকগুলো কালো হাত তার দিকে এগিয়ে আসছে, তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। — ❑

রিসার্ভেশন

তনুকা ভৌমিক এন্দ

'কিরে, ভর্ত্তির কিছু হল?' দিদার উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

'ফার্স্ট লিস্টে তো নাম নেই।' সুমনা মিয়োনো গলায় জবাব দেয়।

'এখন না হয়, সেকেণ্ড লিস্টে ঠিক নাম বেরিয়ে যাবে দেখিস্' মায়ের গলায় সান্ত্বনার সুর।

'না মা, সেকেণ্ড লিস্টে হবেই কি করে বলছ? দেখছ না, কোন ভাল কলেজেই চান্স পাচ্ছি না।'

'পাবি আর কি করে? যা সব কোটার ধাক্কা' কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে টেবিলে রাখে সুজাতা। পাখার তলায় বসে একটু আরাম হয়। ওর মা শোভাময়ীও এগিয়ে এসে বসেন ডাইনিং টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে। 'কোটা ব্যাপারটা কি রে? মনুর হায়ার সেকেণ্ডারীর রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকেই তোদের মুখে শুনছি কোটা-কোটা। কি এমন ব্যাপার যে বেচারী এত ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করেও কোথাও ভর্ত্তি হতে পারছে না?'

সুমনাও বসে পড়ে মা-দিদার পাশে। মুখের ঘাম মুছতে মুছতে জবাব দেয়, 'দাঁড়াও মা, আমি বোঝাচ্ছি দিদাকে। কোটা মানে হল সিট রিজার্ভ করে দেওয়া। যেমন ধর, সেন্ট জোসেফ কলেজ এত নামকরা, সেখানে ক্রিশ্চিয়ানদের জন্য চল্লিশ পার্সেন্ট সিট রাখা। আবার এস সি এস টি-দের জন্য কোটা আছে। তাছাড়া যারা disabled বা প্রতিবন্ধী, তাদের জন্যও সিট রাখা থাকে। এদের সকলের মিলে কুড়ি পার্সেন্ট সিট রিজার্ভ করা। তাহলে আমাদের মত স্টুডেন্টদের জন্য রইল মাত্র চল্লিশ পার্সেন্ট সিট। মানে কোন ক্রিশ্চিয়ান ছেলে বা মেয়ে যদি আমার থেকে অনেক কম নম্বরও পেয়ে থাকে, তা-ও তাদের এই কলেজে পড়ার সুযোগ আমার থেকে অনেক বেশি।'

'কিন্তু এটা তো অন্যায়।' চেঁচিয়ে ওঠেন শোভাময়ী। 'তুই নম্বর বেশি পেয়েও কলেজে ভর্ত্তি হতে পারবি না?'

'অন্যায় তো বটেই' সুজাতা বলে। 'জানো মা, মনুর মত কত ভাল রেজাল্ট করা ছেলেমেয়ে ভাল কলেজে চান্স পাওয়ার আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিকে সব সাধারণ স্টুডেন্ট, তারা নাকি দলিত, এস সি এস টি, তারা সব কলেজে সিট পেয়ে যাচ্ছে।'

'এস সি এস টি-টা ঠিক কি বল তো? কাগজেও প্রায়ই পড়ি এই কথাটা আর ওই যে দলিত না কি যেন বললি?'

সুজাতা ধৈর্য ধরে মা-কে বোঝায় — 'এস সি হল সিডিউল্ড কাস্ট আর এস টি হল সিডিউল্ড ট্রাইব মানে আদিবাসী। এরাই নিজেদের দলিত বলে। তোমরা যাদের নীচুজাত বলতে আর কি।'

'ওমা, তাই নাকি? এদের লেখাপড়ার জন্য মনুর মত মেয়েরা ভাল কলেজে পড়তে পারছে না? আমাদের সরকার কি করতে পারছে না কিছু?'

'আরে, সরকারই তো রিজার্ভেশন করেছে দিদা,' টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে জবাব দেয় সুমনা। নিজের ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় পাল্টে খাটে বসে ভাবনায় বিভোর হয়ে যায়।

সত্যি, হায়ার সেকেন্ডারীতে বিরানব্বই পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে কি আনন্দই না হয়েছিল। আর এখন? দিল্লির প্রায় সব ভাল কলেজে ঢুঁ মারা হয়ে গেছে, এক গার্গী কলেজের লিস্ট কাল বেরোবে। এখনও পর্যন্ত সব ভাল কলেজেরই 'কাট্-অফ' বা ভর্ত্তির জন্য সবচেয়ে কম নম্বর ওর পাওয়া নম্বরের থেকে বেশি। অতএব, সব জায়গা থেকেই ও নিরাশ হয়ে ফিরেছে। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে অজান্তে মনের কোণে জমে উঠেছে দলিতদের বিরুদ্ধে একটা চাপা রাগ। যেখানেই যাও, এস সি এস টি কোটার চাপে পড়াশুনোয় ভাল ছেলেমেয়েরা সবাই কোণঠাসা। কি অন্যায়!

পরদিন সুমনা কার মুখ দেখে উঠেছিল কে জানে! গার্গী কলেজে মা-মেয়ে পৌঁছে দেখে ফার্স্ট লিস্টেই সুমনার নাম। বার-বার পড়েও বিশ্বাস হচ্ছিল না। সত্যি তাহলে কোন একটা ভাল কলেজে ও ভর্ত্তি হবে! মা-কে জড়িয়ে ধরে সুমনা, মুখে হাসি উপচে পড়ছে। মায়ের চোখে জল।

'চল্' সুজাতা বলে, 'কলেজের অফিসে ভর্ত্তির নিয়ম-টিয়ম জেনে যাই, টাকা পয়সা কেমন লাগবে, সব ডিটেল্স্। তারপর সেলিব্রেট করা যাবে।' এত ভাল খবর সত্ত্বেও একটাই ব্যাপারে মনটা একটু খচখচ করছিল সুমনার। ওর বেস্ট ফ্রেণ্ড শ্রেয়ার নাম লিস্টে নেই। নিশ্চয়ই কোটার দরুণ জায়গা পায় নি!

সেদিন নাতনী আর মেয়ের মুখ দেখেই শোভাময়ী

বুঝতে পেরেছিলেন, আজ শুভ সংবাদ। এক হাতে নাতনীকে আর অন্য হাতে মেয়েকে কাছে টেনে সুমনাকে আশীর্বাদ করেন শোভাময়ী। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'বাবাকে জানিয়েছিস তো?'

'হ্যাঁ, দিদা। অফিসে ফোন করে জানিয়েছি। বাবা খুব খুশি হয়েছে।' সুজাতা খুশি উপচে পড়া গলায় মাকে খবর দেয়, 'ও বলছে আজ রাতে সবাই বাইরে খেতে যাওয়া যাক। একটা সেলিব্রেশন হবে। মা, তুমিও কিন্তু আজকে আসবে। আজ আর শরীর ভাল নেই কি খেতে ইচ্ছে করছে না, এসব অজুহাত চলবে না।'

'না রে না। আজকে তো যাবই। নাতনীর এত বড় একটা সুখবর।

হৈ হৈ করে মাস খানেক কেটে যায়। কলেজে ভর্ত্তি, তারপর নতুন ক্লাস, নতুন বন্ধুর উত্তেজনা কাটিয়ে থিতু হতে বেশ সময় লেগে যায় সুমনার। এখন বন্ধুরা মিলে দল বেঁধে সিনেমা দেখতে যাওয়া, ক্যান্টিনে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা, এ সবই রপ্ত হয়ে গেছে। এই সূত্রে মার কাছ থেকে বকা-ঝকাও শুরু হয়েছে।

কিন্তু একটা বিষয়ে সুমনা মায়ের কাছ থেকে খুব সহযোগিতা পায় — তা হল ইকনমিকস্ পড়া। মা সুজাতারও বিষয় এক সময় ছিল অর্থনীতি, তাই সুমনার সাথে প্রায়ই এ বিষয়ে টুকটাক আলোচনা চলে।

একদিন খুব উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরল সুমনা। 'জানো মা, আজকে খুব তর্ক হয়েছে ইকো ক্লাসে। প্রায় ঝগড়াই বলতে পার।'

'তাই নাকি রে? কি নিয়ে?'

'রিজার্ভেশন নিয়ে। অনেকে বলছে এস সি এস টি-দের জন্য সিট রিজার্ভ করা নাকি খুব ভাল জিনিস — ওরা নাকি অনেক অনেক বছর ধরে উঁচু জাতদের হাতে মার খাচ্ছে। আমি তো বলেছি, রিজার্ভেশন একদম তুলে দেওয়া উচিত।'

'ভাল করেছিস।' সায় দেয় সুজাতা। 'মেরিট বলে একটা জিনিস নেই?'

'কিন্তু জান তো, অন্যরাও যেটা বলছে, একেবারে ফেলে দেবার মত নয়। ধর, যেরকম আমাদের দেশে দলিত আর আদিবাসীদের সংখ্যা নাকি মোট লোকসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ। মানে পঁচিশ পার্সেন্ট।'

'সত্যি?' অবাক হয় সুজাতা। 'তা মুসলমানরাও তো বোধহয় প্রায় সেরকমই সংখ্যায়? '

'হ্যাঁ। আর যদি ও.বি.সি মানে Other Backward Caste-দের ধরি আর অন্যান্য ধর্মের লোকেদের, তবে আমাদের মত হিন্দু আপার কাস্ট লোকেরাই আসলে সংখ্যালঘু। ওরাই সংখ্যায় বেশি।'

'তাই নাকি? আমরা তো বাঙালি মহলে ঠিক জাত, ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে বিচার করি না কাজেই বোধহয় চোখে পড়ে নি।'

মেয়ের কথাগুলো সুজাতাকে ভাবায়। পরদিন সংসারের কাজকর্ম সেরে দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে রিসার্ভেশনের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল সুজাতা। কি জানি, ছোটবেলা থেকে তো জাত-পাত নিয়ে অত ভাবে নি। তবে হ্যাঁ, কলকাতায় মানুষ হওয়ার সময়ে স্কুলে সহপাঠীরা চেহারায়, পোশাকে-আশাকে, পারিবারিক দিক থেকে সব একই রকম ছিল। কিন্তু না, কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। মনে পড়ে গেল ফতিমার কথা। ক্লাসে দু' তিনজন মুসলমান মেয়ে ছিল, তাদের মধ্যে ফতিমা ছিল পড়াশুনোয় ভাল। কে.জি ক্লাস থেকে ক্লাস ফোর অবধি সুজাতা আর ফতিমা একসাথে ফার্স্ট হত তাদের ক্লাসে আর তাদের বন্ধুত্বও ছিল গাঢ়।

ক্লাস ফাইভে ওঠার পর থেকে ফতিমার পড়াশুনো ধীরে ধীরে খারাপ হতে থাকল। উঁচু ক্লাসে পৌঁছে সুজাতার মনেই পড়ে না ফতিমা কেমন রেজাল্ট করছিল।

স্কুল পাস করে বেরোনোর পর বন্ধুদের কাছ থেকে খবর নিয়ে জেনেছিল ফতিমার নাকি শীগগিরই বিয়ে হয়ে যাবে।

মুসলমান সমাজে হয়ত তখন মেয়েদের বেশি দূর লেখাপড়া করাবার চল ছিল না — বা ফতিমার বাড়িতেই হয়ত অভিভাবকেরা পড়াশুনোয় উৎসাহ দেন নি।

আরও কি অন্যরকমের লোক ছিল না? বাড়িতে কাজের লোক, যারা মাটিতে-পিঁড়িতে বসত, যাদের সোফায়-টেবিল-চেয়ারে বসায় অলিখিত বাধা ছিল, যাদের খাবার বাসন আলাদা, যাদের মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত। এছাড়া আশেপাশে ধোপা, নাপিত, জমাদার, রিকশাওয়ালা, সবজিওয়ালা, সবাই কি সুজাতাদের মত সমান লেখাপড়ার সুযোগ পেত? না বোধহয়। কি আশ্চর্য, এই মানুষগুলো তাদের সমাজে সংখ্যায় তো নেহাত কম ছিল না, কিন্তু

তাদের জীবন যেন বরাবরই আড়ালে থেকে গেছে।

দলিতদের অভিজ্ঞতাও মনে পড়ে গেল। বিয়ে হয়ে দিল্লিতে আসার পর তাদের নতুন সংসারে কাজ করতে এসেছিল কবিতা। কি মিষ্টি চেহারা, কি সুন্দর ব্যবহার! সে এসে বলে, 'আন্টি, আমি কিন্তু বলে রাখি, আমি বাল্মিকী কাস্ট-এর। আমার হাতে সবজি কাটানোয় তোমার আপত্তি নেই তো'?

সুজাতা খোলা মনেই বলতে পেরেছিল — 'না, আমরা এসব মানি না। তুমি তোমার মত কাজ কর। কাজ ভাল হলেই হল।' পরে সুজাতা জানতে পেরেছিল, বাল্মিকীরা দলিত, সাফাই-এর কাজই তারা সাধারণত করে আর উঁচু জাতেরা তাদের অচ্ছুত মনে করে ব'লে তাদের হাতে খায় না। তাদের সমাজে মেশে না।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল শোভাময়ীর ডাকে — 'ওঠ্, ওঠ্, সন্ধ্যেবেলায় ঘুমায় না। নে, চা খেয়ে নে।'

চায়ের কাপ হাতে পেয়ে মুড-টা ভাল হয় সুজাতার।

ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করে, 'মনু কখন ফিরল?'

'ওই তো, চারটে নাগাদ। হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে এখন বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছে।'

চা খেয়ে সুজাতা উঁকি দেয় মেয়ের ঘরে। পড়ার টেবিলে বই-খাতা খোলা, কিন্তু মেয়ে যেন বসে বসে কি ভাবছে।

মাকে দেখে হৈ হৈ করে বলে ওঠে, 'জানো মা, একটা দারুণ খবর আছে।'

'কি খবর?'

'আমাদের কলেজে আবার আর একটা লিস্ট বেরিয়েছে, তাতে শ্রেয়ার নাম আছে।'

'সত্যি?' সুজাতাও খুব খুশি হয়। 'কিন্তু ব্যাপার কি বল তো, এতদিন বাদে আবার নতুন লিস্ট?'

'আসলে এস.সি. এস.টি-দের কোটাতে যে সীট ছিল, সেগুলো অনেকটা খালি পড়ে আছে। ওদের মধ্যে অত লেখা-পড়া জানা স্টুডেন্ট-ই পাচ্ছে না।'

শ্রেয়ার জন্য মনটা খুশি হয় সুজাতার, কিন্তু আবার দলিত ছেলে-মেয়েদের কথা ভেবে মনটা একটু দমেও যায়।

তবুও মেয়ের মন রাখার জন্য বলে, 'আরও কোটা-সিস্টেম করুক আমাদের সরকার। রিসার্ভেশন করে শেষ পর্যন্ত এই হচ্ছে। পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট ছেলে-মেয়েগুলোকে সব নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে!'

সুমনা যেন মায়ের মনের ভিতরের ব্যথাটা আঁচ করতে পারে।

'না মা, দলিতরা এত পিছিয়ে, ওদের সাহায্য করতে পারলে তো ভালই হত। কিন্তু আমিও এই নিয়ে অনেক ভেবেছি — হয়ত রিজার্ভেশন ওদের আপাতত দরকার। কিন্তু দ্যাখো মা, এই সিটগুলো খালি থাকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আসল সাহায্য আসতে হবে নিচের থেকে — ওদের ছোটবেলাতে পড়াশুনো, হাতের কাজ বা অন্য কিছু শিখিয়ে সবার সাথে প্রতিযোগিতায় নামাতে হবে।'

'কিন্তু মনু, ওদের পক্ষে পড়াশুনো করা কি এতই সহজ? যাদের জমি নেই, কোন পুঁজি নেই, দিন-আনি-দিন-খাই অবস্থা, তাদের বাচ্চারা পড়াশুনো চালিয়ে যাবে কি করে?'

'ঠিক বলেছ মা। আমি-ও ঠিক এই কথাটাই এতদিন ধরে ভাবছি। আসল সমস্যায় ঘা না পড়লে তো কিছুরই সমাধান হবে না। ওদের গরীবী দূর না করতে পারলে, ওদের রোজগারের ব্যবস্থা না করতে পারলে, শুধু পড়ায় কি চাকরিতে রিসার্ভেশন করলে আসল সমস্যা যে জায়গায় ছিল সেখানেই থেকে যাবে। আমাদের ন্যাশনাল প্ল্যানেও এখন ইনক্লুসিভ গ্রোথ-এর কথা বলা হচ্ছে। সবাই মিলে এক সাথে এগোতে না পারলে দেশ কখনই এগোতে পারবে না।'

সুজাতার ভিতর থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস উঠে আসে।

'এত যুগ ধরে এতগুলো লোক সবার পায়ের নীচে পড়ে থাকলে সেই দেশের কি ভাল হতে পারে? এই জাতপাত, ধর্ম সব সময় আমাদের মধ্যে দেওয়াল তুলে দেয়।'

'মা, আমি ঠিক করেছি, এই টপিক নিয়েই আমি রিসার্চ করব। পি.এইচ.ডি করব। আমাদের দেশ পাল্টাচ্ছে। দেখো, ধীরে ধীরে সমাজ ঠিক পাল্টাবে।'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সুজাতা ভাবে, পাল্টাবে, অনেক কিছুই পাল্টাবে। ওরা জেগে উঠেছে। বন্ধ দরজায় চাপ পড়ছে। ওরা আসছে। ওরা আসছে। — ❑